দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 21 DEC 1986 ...
পৃষ্ঠা ... 4 কলাম 7 ...

066

প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি এবং সুপারিশমালা

পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি '৮৬ প্রদত্ত সুপারিশমালা বাস্তবায়নের অপেক্ষায় আমরা উদগ্রীব ছিলাম। নিঃসন্দেহে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি সেকেলে এবং বাস্তব অবস্থার সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গিতহীন। যে ভাবে শিক্ষা ব্যবস্থায় এবং পরীক্ষা পদ্ধতিতে স্থবিরতা এবং দুর্নীতি, অসদুপায় পরিলক্ষিত হচ্ছে এতে ভবিষ্যৎ বংশধরদের সার্বিক উন্নয়নের কর্মধারা নেতিবাচক হতে বাধ্য এবং বর্তমানে তাই দেখা যাচ্ছে।

জানাগেল, মন্ত্রী পরিষদ বিষয়টি আপাতত গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন। পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিধায় তারা বিষয়টি শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বজনীন সংস্কারের অপেক্ষায় বিচ্ছিন্নভাবে গ্রহণ করতে নারাজ। তবুও কিছু প্রশ্ন থেকে যায়, তা হচ্ছে চতুর্থ এবং অন্যান্য সুপারিশ সম্পর্কে মাননীয় অধ্যাপক এম শামসুল হক, (প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ) যিনি উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান, বলেছেন, বর্তমানে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিতে যেকোন (এসএসসি এবং এইচ, এস, সি) একটি বিষয়ে অকৃতকার্য হলে পরীক্ষার্থীকে পরবর্তী সময়ে আবার সকল বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয়। আমাদের সামাজিক পরিস্থিতি এবং অন্যান্য উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশে প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থা বিবেচনা করে কমিটি সুপারিশ করেযে, একজন পরীক্ষার্থী যে বিষয়ে অকৃতকার্য হবেন, পরবর্তীকালে সে বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে।

বিষয়টি প্রশ্নাতীতভাবে গ্রহণযোগ্য এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উদার এবং বিচক্ষণতার সাথে বিবেচনা করলে অন্ততঃ বিচ্ছিন্নভাবে এ বছর থেকেই এটি কার্যকর করতে পারেন। এতে অনেক ছাত্র-ছাত্রী যেমন মানসিক চাপ এবং অস্থিরতা-হতাশা থেকে মুক্ত হবেন তেমনি অভিভাবকগণও অর্থনৈতিক ও সন্তানের বিভ্রান্তির প্রভাব থেকে মুক্ত হবেন। অনেক ছাত্র-ছাত্রীই এক বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছেন অথচ অন্যান্য সকল বিষয়ে দ্বিতীয় অথবা প্রথম বিভাগে কৃতকার্য হয়েছেন। তাই ঐ বিষয়গুলির জন্য নূতন করে আবারও পরীক্ষা দেয়া কাম্য নয়।

অতএব, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট বিনীত নিবেদন, অন্ততঃ উক্ত বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে পদ্ধতিটি এ বছর থেকেই যেন কার্যকরী করা হয়।

উৎপলেন্দু দেব
২৭২।দঃ জগন্নাথ হল,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।